

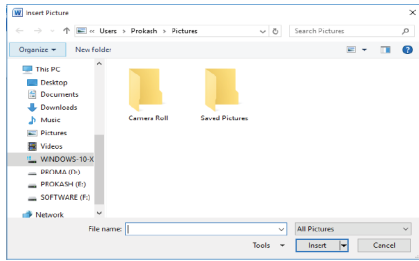
মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ের মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১০-এর ব্যবহারিক নিয়ে আলোচনা

প্রকাশ কুমার দাস

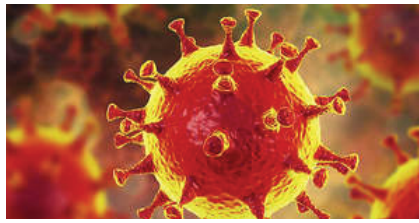
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১০

- একটি ডকুমেন্টে ছবি যোগ করার নিয়ম।
কার্যক্রম : কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন।
- ডকুমেন্টের যেখানে ছবি যুক্ত করতে হবে সেখানে মাউস পয়েন্টার রাখতে হবে।
- মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১০-এর রিবনের Insert ট্যাবের Illustrations গ্রুপে picture আইকনে ক্লিক করতে করলে Insert Picture বক্স দেখা যাবে।



- এখন যে ড্রাইভে বা ড্রাইভের ফোল্ডারে ছবিটি রয়েছে সেই ছবিটির ফাইলে ডাবল ক্লিক করলেই ছবিটি ডকুমেন্টে চলে আসবে।



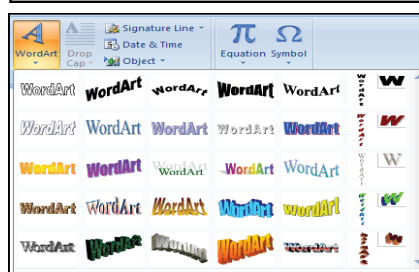
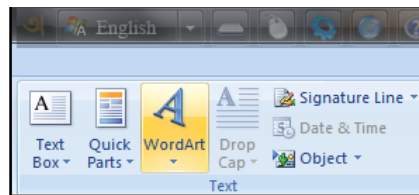
- এভাবে যত ইচ্ছা তত ছবি যুক্ত করা যাবে। যেমন- বর্তমানে যোগাযোগ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির সংমিশ্রণ সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ এবং আকাশপথে যোগাযোগের ব্যবস্থাকে করেছে সহজতর, দ্রুততর এবং লাভজনক। লেখার সাথে মিল রেখে আরও কয়েকটি ছবি উপরে দেয়া হলো।



- তোমার বিদ্যালয়ের নাম ওয়ার্ড আর্টের বিভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন কর।

কার্যক্রম : কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

- আমার বিদ্যালয়ের নাম : মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ Mohammadpur Preparatory School & College-এর নাম লিখতে হবে।
- এই নামকে বিভিন্ন স্টাইলে ওয়ার্ড আর্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১০-এর রিবনের Insert ট্যাবের Text গ্রুপে WordArt আইকনে ক্লিক করলে নিম্নলিখিত WordArt-এর বিভিন্ন ধরনের টেম্পেট দেখা যাবে।



- এখন যে ধরনের টেম্পেটের ডিজাইন পছন্দ হয় সেটিতে ক্লিক করলে Edit WordArt Text ডায়ালগ বক্স দেখা যাবে।



- এখন আমার বিদ্যালয়ের নাম হিসেবে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ (Mohammadpur Preparatory School & College), Viqarunnisa Noon School & College উক্ত ডিজাইনে করা হবে সেই লেখাটি Your Text Here বক্সে লিখতে হবে।

- সব শেষে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।
- এভাবে যতবার এ ধরনের ডিজাইন করার



St. Joseph Higher Secondary School

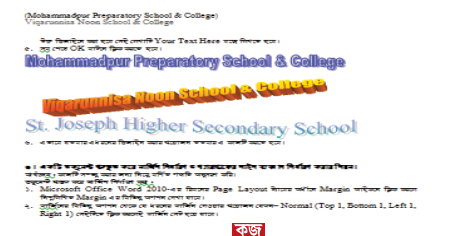
- প্রয়োজন ততবার এ কাজটি করতে হবে।

- একটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে মার্জিন নির্ধারণ করার নিয়ম।

কার্যক্রম : কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

- ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে মার্জিন নির্ধারণ করা:

- মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১০-এর রিবনের Page Layout ট্যাবের অধীনে Margin আইকনে ক্লিক করলে নিম্নলিখিত Margin-এর বিভিন্ন অপশন দেখা যাবে।
- মার্জিনের বিভিন্ন অপশন থেকে যে ধরনের মার্জিন দেয়ার প্রয়োজন যেমন- Normal (Top 1, Bottom 1, Left 1, Right 1) সেটিতে ক্লিক করলেই মার্জিন সেট হয়ে যাবে।



ফিডব্যাক : prokashkumar08@yahoo.com

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির আইসিটি বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা

প্রকাশ কুমার দাস

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

প্রশ্ন-১। কমিউনিকেশন সিস্টেম কী?

উত্তর : যে পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য, ভিডিও আদান-প্রদান করা হয় তাই কমিউনিকেশন সিস্টেম।

প্রশ্ন-২। উৎস কী?

উত্তর : যে ডিভাইস থেকে ডাটা পাঠানো হয় তাই উৎস। যেমন- কমপিউটার, টেলিফোন ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৩। প্রেরক কী?

উত্তর : উৎস থেকে প্রাপকের কাছে ডাটা পাঠানোর জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার হয় তাই প্রেরক। উৎস থেকে ডাটা সরাসরি পাঠানো যায় না, এর জন্য প্রেরকের প্রয়োজন হয়। যেমন- মডেম।

প্রশ্ন-৪। মাধ্যম কী?

উত্তর : যার মাধ্যমে ডাটাসমূহ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক কমপিউটার থেকে অন্য কমপিউটারে স্থানান্তর করা হয় তাই মাধ্যম।

প্রশ্ন-৫। ডাটা কমিউনিকেশন কী?

উত্তর : কোনো ডাটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে অথবা একজনের ডাটা অন্যজনের কাছে বাইনারি পদ্ধতিতে স্থানান্তর করার পদ্ধতিই ডাটা কমিউনিকেশন।

প্রশ্ন-৬। ব্যান্ডউইডথ কী?

উত্তর : এক কমপিউটার থেকে অন্য কমপিউটারে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডাটা স্থানান্তরের হার হলো ডাটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা ব্যান্ড স্পিড বা ব্যান্ডউইডথ।

প্রশ্ন-৭। ন্যারো ব্যান্ড কী?

উত্তর : যে ব্যান্ডে ডাটা স্থানান্তর গতি সাধারণত সর্বনিম্ন 45 bps (Bit Per Second) থেকে সর্বোচ্চ 300 bps (Bit Per Second) পর্যন্ত হয়ে থাকে, তাই ন্যারো ব্যান্ড বা Sub-Voice Band। এর ফ্রিকুয়েন্সি 300 থেকে 3400 হার্টজ।

প্রশ্ন-৮। ভয়েস ব্যান্ড কী?

উত্তর : যে ব্যান্ডে ডাটা স্থানান্তর গতি সাধারণত সর্বনিম্ন 1200 bps থেকে সর্বোচ্চ 9600 bps পর্যন্ত হয়ে থাকে, তাকে ভয়েস ব্যান্ড বলে। এর ফ্রিকুয়েন্সি 300 থেকে 3600 হার্টজ।

প্রশ্ন-৯। ব্রডব্যান্ড কী?

উত্তর : উচ্চ গতিসম্পন্ন যে ব্যান্ডে ডাটা স্থানান্তর গতি সাধারণত সর্বনিম্ন 1 Mbps থেকে সর্বোচ্চ কয়েক গিগাবিট প্রতি সেকেন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে, তাকে ব্রডব্যান্ড বলে। এর ফ্রিকুয়েন্সি 1 গিগাহার্টজের চেয়ে বেশি।

প্রশ্ন-১০। ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি কী?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক যন্ত্র থেকে ডাটা গ্রাহক যন্ত্রে ট্রান্সমিট হয় তাই ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি।

প্রশ্ন-১১। সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশন কী?

উত্তর : প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ১টি বিটের পর ১টি বিট চলাচলের পদ্ধতি হলো সিরিয়াল ডাটা ট্রান্সমিশন।

প্রশ্ন-১২। প্যারালাল ডাটা ট্রান্সমিশন কী?

উত্তর : প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে প্যারালাল বা সমান্তরালভাবে ডাটা চলাচলের পদ্ধতি হলো প্যারালাল ডাটা ট্রান্সমিশন।

প্রশ্ন-১৩। এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন কী?

উত্তর : যে ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক থেকে ডাটা গ্রাহকে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিট হয় তাই এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন।

প্রশ্ন-১৪। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন কী?

উত্তর : যে ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক থেকে প্রতিবারে ৮০ থেকে ১৩২টি ক্যারেক্টারের একটি ব্লক ট্রান্সমিট করা হয় তাই সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন।

প্রশ্ন-১৫। আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন কী?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে প্রেরক থেকে প্রাপক অনেকগুলো অক্ষর নিয়ে একটি করে ব্লক তৈরি করে একসাথে একটি ব্লক আকারে ডাটা পাঠানো হয় তাই আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন।

প্রশ্ন-১৬। ডাটা ট্রান্সমিশন মোড কী?

উত্তর : এক কমপিউটার থেকে দূরবর্তী কোনো কমপিউটারে ডাটা ট্রান্সমিট করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাই ডাটা ট্রান্সমিশন মোড।

প্রশ্ন-১৭। সিমপ্লেক্স মোড কী?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে ডাটা শুধু একদিকে

প্রেরণ করা যায় তাকে সিমপ্লেক্স মোড বলে। আমরা যখন রেডিও শুনি বা টেলিভিশন দেখি তখন শুধু শোনা বা দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

প্রশ্ন-১৮। হাফ-ডুপ্লেক্স মোড কী?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে উভয় দিক থেকে ডাটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকে কিন্তু তা একসাথে সম্ভব নয় তাকে অর্ধ-দ্বিমুখী বা হাফ-ডুপ্লেক্স মোড বলে। অর্থাৎ প্রেরকের ডাটা পাঠানো সম্পন্ন হলে প্রাপক ডাটা পাঠাতে পারবে। উদাহরণ-ওয়াকিটকি, ফ্যাক্স, এসএমএস প্রেরণ, মডেম, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ক্লাসে পাঠদান ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৯। ফুল-ডুপ্লেক্স কী?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে ডাটা একই সাথে উভয় দিকে আদান-প্রদান করা যায় তাকে ফুল-ডুপ্লেক্স বলে। অর্থাৎ প্রেরক ও প্রাপক উভয়ই একসাথে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে। বর্তমানে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলার জন্য যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোর প্রায় সবগুলোই ফুল-ডুপ্লেক্স ডিভাইস। উদাহরণ- ল্যান্ড ফোন, মোবাইল ফোন।

প্রশ্ন-২০। ইউনিকাস্ট কী?

উত্তর : নেটওয়ার্কের কোনো একটি নোড (কমপিউটার, প্রিন্টার বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি) থেকে ডাটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ শুধু একটি নোডই গ্রহণ করে তাকে ইউনিকাস্ট বলে।

প্রশ্ন-২১। ব্রডকাস্ট মোড কী?

উত্তর : নেটওয়ার্কের কোনো একটি নোড (কমপিউটার, প্রিন্টার বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি) থেকে ডাটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সব নোডই গ্রহণ করে তাই ব্রডকাস্ট মোড।

প্রশ্ন-২২। মাল্টিকাস্ট মোড কী?

উত্তর : নেটওয়ার্কের কোনো একটি নোড থেকে ডাটা প্রেরণ করলে তা যদি শুধু নির্দিষ্ট একটি গ্রুপের সব সদস্য গ্রহণ করতে পারে কিন্তু নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সব নোড গ্রহণ করতে পারে না তাই মাল্টিকাস্ট মোড **কক**।

ফিডব্যাক : prokashkumar08@yahoo.com